দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

০৫

ফলো আপ

'উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' কিশোর অপরাধীদের এসএসসি পরীক্ষার সুযোগ দেবে

টঙ্গী, ২৫শে মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–টঙ্গীস্থ জাতীয় কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের নিবাসী "কিশোর অপরাধীরা" এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছে। তবে প্রচলিত নিয়মে শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে নয়–উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে।

সম্প্রতি শিক্ষা বোর্ডের নতুন নিয়ম প্রবর্তনের কারণে এখানকার নিবাসী কিশোর অপরাধীরা দশ বছর লেখাপড়া করার পরও এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে। শিক্ষা বোর্ডের প্রচলিত নিয়মে জাতীয় কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকারীরা কিশোর অপরাধী নিবাসীরা "জেল প্রাইভেট" পরীক্ষার্থী হিসেবে এতদিন এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করত। সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রাইভেট ও জেল প্রাইভেট নিয়ম বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে অপরাধী নিবাসীরা নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে অথবা জেল প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হয়ে এখন থেকে আর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করার পর এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবার কারণে কিশোর অপরাধী ও তাদের অভিভাকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

এ ব্যাপারে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি "দৈনিক সংবাদ"–এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর এই প্রতিবেদক মানবিক কারণে কিশোর অপরাধীদের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির ব্যাপারে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ ওয়াহিদুজ্জামানের সাথে আলাপ করেন। জাতীয় কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনের পর উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি প্রতিনিধিদল জাতীয় কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান সরজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয়তা ও যাচাই পূর্বক উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কিশোর অপরাধীদের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক আলাউদ্দিন সরদার এ প্রতিনিধিকে জানান, জাতীয় কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানটি মূলত একটি ক্ষুদ্র জেলখানা। অনুর্ধ্ব ষোল বছরের কিশোর অপরাধীদের এখানে রেখে এসএসসি পর্যন্ত লেখাপড়ার পাশাপাশি সংশোধনী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অপরাধী নিবাসীদের লেখাপড়ায় উৎসাহী করে গড়ে তুলতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করছে, যাতে অপরাধীরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে নিজেকে সংশোধিত করতে পারে। আর এ সুযোগ পেয়ে প্রতিবছর অপরাধী কিশোররা যথারীতি এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে আসছে। পরবর্তীতে তারা নিটকস্থ টঙ্গী সরকারি কলেজে ভর্তি হয়ে এইচএসসি পর্যায়ে লেখাপড়া করছে।